রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, সেপ্টেম্বর ১০, ২০০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৬ ভাদ্র ১৪১৪/১০ সেপ্টেম্বর ২০০৭

এস, আর, ও নং ২২০-আইন/২০০৭।—জরুরী ক্ষমতা অধ্যাদেশ, ২০০৭ (২০০৭ সনের ১নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৩ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার জরুরী ক্ষমতা বিধিমালা, ২০০৭ এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিল, যথা ঃ—

উপরি-উক্ত বিধিমালার—

(ক) বিধি ১৮ এর পর নিম্নরূপ বিধি ১৮ক ও ১৮খ সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"১৮ক। **মামলা স্থানান্তর সম্পর্কিত বিশেষ বিধান।**—(১) এই বিধিমালা বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জরুরী-অবস্থা ঘোষণার কার্যকরতা-কালে বিধি ১৪ এবং ১৫তে উল্লিখিত কোন আইনের অধীন কোন অপরাধ সম্পর্কিত যে কোন মামলা বিচারাধীন থাকিবার যে কোন পর্যায়ে সরকার বা, ক্ষেত্রমত, দুর্নীতি দমন কমিশন, জনস্বার্থে আবশ্যক মনে করিলে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, দেশের যে কোন স্থানে অবস্থিত কোন দায়রা আদালত, ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, বিশেষ জজ (Special Judge) এর আদালত বা বিশেষ ট্রাইব্যুনাল হইতে প্রত্যাহারপূর্বক বিচারের জন্য Criminal Law Amendment Act, 1958 এর অধীন নিয়োগকৃত যে কোন বিশেষ জজ এর আদালতে স্থানান্তর করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোন মামলা বিশেষ জজ এর আদালতে স্থানান্তরিত হইবার পর উহার পরবর্তী বিচার কার্যক্রম, এই বিধিমালার বিধানাবলী সাপেক্ষে, Criminal Law Amendment Act, 1958 এর বিধানাবলী অনুসরণে নিষ্পন্ন করিতে হইবে;

মূল্য ঃ টাকা ২.০০

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন—

(ক) কোন মামলা যে পর্যায়ে বিশেষ জজ আদালতে স্থানান্তরিত হইবে সেই পর্যায় হইতে উক্ত মামলার বিচার কার্য পরিচালিত হইবে;

(খ) যে আদালত বা ট্রাইব্যুনাল হইতে মামলা স্থানান্তর করা হইবে সেই আদালত কর্তৃক গৃহীত সাক্ষ্য-প্রমাণ বিশেষ জজ আদালতে গৃহীত সাক্ষ্য-প্রমাণ বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং সুবিচারের জন্য প্রয়োজন না হইলে উক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ পুনরায় গ্রহণ করার প্রয়োজন হইবে না;

(গ) কোন মামলা স্থানান্তর করিতে ব্যয়িত সময় বিধি ১৯ক এর অধীন নির্ধারিত সময়সীমা হইতে বিয়োজিত হইবে।

১৮খ। **বিশেষ জজ আদালত কর্তৃক বিচার সম্পর্কিত বিধান।**—(১) এই বিধিমালা বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জরুরী-অবস্থা ঘোষণার কার্যকরতা-কালে বিধি ১৪তে উল্লিখিত কোন আইনের অধীন কোন অপরাধ, যাহা বিধি ১৯ঞ এর অধীন অনুমোদনপ্রাপ্ত, এবং বিধি ১৫তে উল্লিখিত কোন আইনের অধীন কোন অপরাধ, Criminal Law Amendment Act, 1958 এর অধীন নিয়োগকৃত যে কোন বিশেষ জজ এর আদালত কর্তৃক বিচার করা যাইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন বিশেষ জজ এর আদালতে বিচার্য যে কোন মামলা বিচার করিবার এখতিয়ার যে কোন বিশেষ জজ এর থাকিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে সমগ্র বাংলাদেশে তাহার আদালতের আঞ্চলিক অধিক্ষেত্র (Territorial Jurisdiction) রহিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোন মামলা বিশেষ জজ এর আদালতে বিচারার্থ গৃহীত হইলে উক্ত মামলার বিচার কার্যক্রম, এই বিধিমালার বিধানাবলী সাপেক্ষে, Criminal Law Amendment Act, 1958 এর বিধানাবলী অনুসরণে নিষ্পন্ন করিতে হইবে।";

(খ) বিধি ১৯ক এর—

(অ) উপ-বিধি (১) এর বিদ্যমান বিধানের প্রারম্ভে "আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন," শব্দগুলি ও কমা সন্নিবেশিত হইবে;

(আ) উপ-বিধি (২) এর—

"(১) "অতিরিক্ত ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে" শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনীগুলির পরিবর্তে "অতিরিক্ত ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে" শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনীগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(২) পর নিম্নরূপ নূতন উপ-বিধি (৩) সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"(৩) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যেও যদি যুক্তিসঙ্গত কোন কারণে কোন মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট আদালত বা ট্রাইব্যুনাল উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া মামলাটি নিষ্পত্তির জন্য সর্বশেষ আরও ১৫ (পনের) দিন সময় নিতে পারিবে এবং এইরূপ সময় বর্ধিতকরণ সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে যাহার একটি অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।";

(গ) বিধি ১৯ঘ এর শেষে "দাড়ির" পরিবর্তে "কোলন" প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"তবে শর্ত থাকে যে, কোন মামলায় মূল অভিযুক্ত (principal accused) হিসাবে কোন ব্যক্তির সহিত তাহার স্ত্রী, অনূর্ধ্ব ১৮ বছর বয়স্ক সন্তান, অবিবাহিত কন্যা, মা, শাশুড়ী বা বোন সহ-অভিযুক্ত (co-accused) হইবার ক্ষেত্রে, অনুরূপসহ অভিযুক্তের পক্ষে জামিনের আবেদন করা হইলে আদালত বা, ক্ষেত্রমত, ট্রাইব্যুনাল, উপযুক্ত কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, জামিন মঞ্জুর করিতে পারিবে।";

(ঘ) বিধি ২১ এর পর নিম্নরূপ নূতন বিধি ২১ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"২১ক। **জরুরী ক্ষমতা প্রয়োগে বিশেষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা**।—(১) এই বিধিমালার অধীন অপরাধের অনুসন্ধান, তদন্ত, বিচার বা অন্য কোন কার্যে সমন্বিতভাবে সহায়তা প্রদান করিবার লক্ষ্যে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রবর্তিত কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থার অধীনে কোন কমিটি বা কর্তৃপক্ষ গঠন করা হইলে, উক্ত প্রজ্ঞাপনে অনুরূপ কমিটি, কমিটির সদস্য, কর্তৃপক্ষ বা কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির দায়িত্ব, কার্যাবলী, ক্ষমতা ইত্যাদি নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৩) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কমিটি বিষয়ক শাখার মপবি/কঃ বিঃ শাঃ/উপদেষ্টা পরিষদ-৪/২০০৭/৩৬ নং স্মারক মাধ্যমে গঠিত "জাতীয় সমন্বয় কমিটি", যাহা বাংলাদেশ গেজেটের মার্চ ৮, ২০০৭/২৪ ফাল্গুন, ১৪১৩ তারিখের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত, এই বিধির অধীন গঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।"।

২। এই প্রজ্ঞাপন ১২ জানুয়ারি ২০০৭ তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবদুল করিম
সচিব।

এ, কে, এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আখতার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।